এইপ্রকার মাহাত্ম্য সূচিত হইল। কেবলমাত্র পাপনাশকারীত্বরূপ-কার্য্য শ্রীনামের পক্ষে অতি তুচ্ছ ॥ ২৬২ ॥

ফলন্ত্বিদমেব যদাহ—এবংব্রতঃস্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা জাতানুরাগোদ্রুতচিত্তউচ্চৈঃ। হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ ॥ ২৬৩ ॥

এবং শৃণ্বন্ সুভদ্রাণি রথাঙ্গপাণেরিত্যাদ্যুক্তপ্রকারং ব্রতং কৃতং যস্য তথাভূতোঽপি স্বপ্রিয়াণি স্বাভীষ্টানি যানি নামানি তেষাং কীর্ত্তনেন জাতানুরাগস্তত এব চিত্তদ্রবাৎ দ্রুতচিত্তঃ তত্রোচিতভাববৈচিত্রীভির্হসতীত্যাদি। অত্র তৃতীয়াশ্রুত্যা নামকীর্ত্তনস্যৈব সাধকতমত্বং লব্ধম্। তদেবমেবং ব্রত ইত্যত্রাপিশব্দোঽপ্যধ্যাহৃতঃ। অতএব ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরিত্যাদ্যুত্তরপদ্যে টীকাচুর্ণিকা "নন্বিয়মারূঢ়যোগিনামপি বহুজন্মভি দুর্ল্লভা গতিঃ কথং নামকীর্ত্তনমাত্রেণৈকস্মিন্ জন্মনি ভবেদিত্যাশঙ্ক্য সদৃষ্টান্তমাহ, ভক্তিরিতি" ইত্যেষা। ইত্থমুত্থাপিতঞ্চ শ্রীভগবন্নামকৌমুদ্যাং সহস্রনামভাষ্যে চ পুরাণান্তরবচনম্—নক্তং দিবা চ গতভীর্জ্জিতনিদ্র একোনির্ব্বিণ্ণ ইক্ষিতপথো মিতভুক্ প্রশান্তঃ। সম্যচ্যুতে ভগবতি স মনো ন সজ্জেন্নামানি তদ্রতিকরাণি পঠেদলজ্জ ইতি। অত্র গতভী ইত্যাদয়োগুণা নাম্নৈকতৎপরতাসম্পাদনার্থা। নতু কীর্ত্তনাদ্যঙ্গভূতা। ভক্তিমাত্রস্য নিরপেক্ষত্বং তস্য তু সুতরাং তাদৃশত্বমিতি। যথা বিষ্ণুধর্ম্মে সর্ব্বপাতকাতিপাতক মহাপাতককারি দ্বিতীয় ক্ষত্রবন্ধূপাখ্যানে ব্রাহ্মণ উবাচ। যদ্যেতদখিলং কর্ত্তুং ন শক্নোসি ব্রবীমি তে। স্বল্পমন্যন্ময়োক্তং ভো করিষ্যতি ভবান্ যদি। ক্ষত্রবন্ধুরুবাচ। অশক্যমুক্তং ভবতা চঞ্চলত্বাদ্ধিচেতসঃ। বাকশরীরবিনিষ্পাদ্যং যচ্ছক্যং তদুদীরয় ॥ ব্রাহ্মণ উবাচ। উত্তিষ্ঠতা প্রস্বপতা প্রস্থিতেন গমিষ্যতা। গোবিন্দেতি সদা বাচ্যং ক্ষুৎতৃট্‌ প্রস্খলিতাদিষু ॥ ইতি ॥ ১১ ॥ ৩ ॥ শ্রীকবিবিদেহম্ ॥ ২৬৩ ॥

শ্রীনামকীর্ত্তনের কিন্তু মুখ্যফল অভীষ্ট শ্রীভগবানের চরণে পরম প্রেমলাভ। "এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা" ১১।২।৪০ ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীকবি যোগীন্দ্র নিমিমহারাজের কাছে বলিয়াছিলেন—"হে রাজন্! যে জন রথাঙ্গপাণি (চক্রহস্ত) শ্রীভগবানের সুমঙ্গল জন্মকর্ম্ম এবং নাম নির্ল্লজ্জ হইয়া শ্রবণ কীর্ত্তন বা গান করেন, সেই জন সর্ব্ব অপেক্ষা শূন্য হইয়া বিচরণ করেন।" যদ্যপি এই পূর্ব্বোক্তপ্রকার নিয়ম জীবনে অবশ্যকর্ত্তব্যরূপে নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তথাপি "স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা" অর্থাৎ নিজ অভীষ্ট প্রাণবল্লভের যে সকল নাম অথবা সেই অভীষ্ট প্রাণবল্লভের নামের মধ্যেও যে সকল নাম নিজ দাস্যাদি ভাবপোষক, সেই সকল নামকীর্ত্তনের দ্বারাই নিজ অভীষ্টদেবের চরণে অনুরাগ অর্থাৎ ভাবপ্রেমের আবির্ভাব হইয়া থাকে। প্রেমোদয় হইলেই উৎকণ্ঠারূপ অগ্নিতে জাম্বুনদ হেমরূপ চিত্ত বিগলিত হইয়া থাকে। সেই চিত্ত বিগলিত হওয়ার অনুভাব অর্থাৎ কার্য্য কখনও হাস্য, রোদন, উচ্চশব্দ এবং